ব্রাজিলের নববর্ষ: আটলান্টিকের ঢেউয়ে ধবল স্বপ্নের উৎসব

মাহতাব শাফি: ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া।

অপার্থিব সমান্তরালে। প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের গোধূলি যখন আটলান্টিক মহাসাগরের বিশাল জলরাশিতে মিশে যায়, তখন দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি মেতে ওঠে এক বর্ণিল ও আধ্যাত্মিক উন্মাদনায়। এই উদযাপন যেন হাজার বছরের লালিত বিশ্বাস, পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক কাঠামো এবং পশ্চিম আফ্রিকান জীবনাচরণের এক অনন্য কাব্যগাথা।

ব্রাজিলিয়ান নববর্ষের সবচেয়ে নান্দনিক ও দৃশ্যমান অলঙ্কার হলো এর 'শ্বেতশুভ্র বসন'। নববর্ষের রাতে ব্রাজিলের দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতগুলো জনসমুদ্রে পরিণত হয়, যেখানে প্রতিটি মানুষ আগাগোড়া সাদা পোশাকে আবৃত থাকে। এই ধবল রঙের পোশাক কেবল আধুনিক ফ্যাশন নয়, এটি শান্তি, পবিত্রতা এবং আধ্যাত্মিক শুদ্ধির এক নীরব প্রার্থনা। এই ঐতিহ্যের শেকড় প্রোথিত আছে প্রাচীন আফ্রিকান 'কানডোম্বলে' এবং উমবান্দা সংস্কৃতিতে। দাসপ্রথার সেই অন্ধকার অধ্যায় থেকে উঠে আসা এই প্রথা আজ ব্রাজিলের জাতীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাদা রং এখানে কেবল একটি বর্ণ নয়, বরং এটি সব ভেদাভেদ মুছে ফেলার এক সামাজিক ক্যানভাস।

তাত্ত্বিক গিলবার্তো ফ্রেয়ারে বলেছিলেন: "ব্রাজিলিয়ান উৎসবগুলো কোনো একক উৎসের নয়; এটি ইউরোপীয় কাঠামো এবং আফ্রিকান আত্মার এক অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণ, যেখানে মানুষ সমুদ্রের কাছে ফিরে যায় নিজের আদিম শিকড় ও অস্তিত্বের সন্ধানে।"

এই উৎসবের রূপান্তরের ইতিহাস বেশ রোমাঞ্চকর। ১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে কোপাকাবানা হোটেলের আলোকসজ্জা থেকে যে আতশবাজির সূচনা হয়েছিল, তা ১৯৯০-এর দশকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশাল আকার ধারণ করে। ১৯৯৪-৯৫ সালের নববর্ষে রড স্টুয়ার্টের কনসার্ট প্রায় ৩৫ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে এক বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল। তবে দুঃখজনক সত্য হলো, এই বাণিজ্যিক প্রসারের ফলে ধর্মীয় মূলধারার আচারগুলো কিছুটা প্রান্তিক হয়ে পড়েছে, যা এখন শহরের নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দূরবর্তী স্থানে সীমিত। তবুও মানুষের হৃদয়ে সেই প্রাচীন যোগসূত্রটি আজও অমলিন।

লোকজ বিশ্বাস ও সমৃদ্ধির স্বাদ ব্রাজিলিয়ানদের এই উৎসবে জীবনদর্শন আর লোকজ বিশ্বাসের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটে। খাদ্যাভ্যাসেও রয়েছে বিশেষ সংকেত। নববর্ষের রাতে মসুর ডাল খাওয়াকে তারা পরম সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে, কারণ এর আকৃতি অনেকটা মুদ্রার মতো যা আর্থিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। আবার বারোটি আঙুর খাওয়ার প্রথাটি বছরের বারোটি মাসের সফলতার প্রার্থনা। এমনকি বাহ্যিক সাদা পোশাকের অন্তরালে তারা পরিধান করে রঙিন অন্তর্বাস—ভালোবাসার জন্য লাল, ঐশ্বর্যের জন্য হলুদ কিংবা সুস্বাস্থ্যের জন্য সবুজ। রঙের এই প্রতীকী ব্যবহার মানুষের অদম্য আশাবাদেরই প্রতিচ্ছবি।

ইয়েমানজা ও সাত ঢেউয়ের অলৌকিকতা: উৎসবের মূল প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ে। মধ্যরাতের বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যখন আকাশ জাদুকরী আতশবাজির রঙে রাঙিয়ে ওঠে, তখন হাজার হাজার মানুষ সাগরের লোনা পানিতে পা ভেজায়। সমুদ্রের দেবী 'ইয়েমানজা'-র উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় সাদা ফুল, সুগন্ধি, আয়না এবং ছোট ছোট কাষ্ঠনির্মিত নৌকা। ভক্তদের বিশ্বাস, সমুদ্রের ঢেউ যদি সেই উপহারগুলো অতল গভীরে নিয়ে যায়, তবে দেবী প্রসন্ন হয়েছেন এবং আগত বছরটি হবে আশীর্বাদপুষ্ট। এরপর শুরু হয় 'সাতটি ঢেউ ডিঙানোর' সেই আদিম ও অমোঘ প্রথা। প্রতিটি ঢেউ অতিক্রম করার সময় মানুষ সামনের বছরের জন্য একটি করে শক্তি বা মঙ্গলকামনা করে। এটি মূলত জীবনযুদ্ধের প্রতিকূলতাকে জয় করার এক প্রতীকী সংগ্রাম। যদিও ধর্মীয় ও নৃ-তাত্ত্বিক গুরুত্বের কারণে এই আচারটি বহু বছর আগে থেকেই ছিল, কিন্তু আধুনিককালে এটি একটি বড় পর্যটন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ঐতিহাসিকভাবে, ব্রাজিলের এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্রাজিলিয়ান সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা বহু বিশ্লেষণ করেছেন। কোপাকাবানা থেকে বাহিয়া পর্যন্ত, এই উৎসব কেবল এক রাতের আনন্দ নয়, বরং এটি এক বিশাল মানবিক মেলবন্ধন। সেখানে ধনিক-দরিদ্র বা জাতিগত কোনো দুর্ভেদ্য প্রাচীর থাকে না। আজ, যখন রিও'র পৌরসভা নিরাপত্তার জন্য কয়েক হাজার পুলিশ মোতায়েন করে বা আতশবাজির জন্য বিশাল আয়োজন করা হয়, তখন তা আধুনিক প্রযুক্তির জয়গান হলেও এর নিচে লুকিয়ে থাকে মানুষের সেই শাশ্বত চাওয়া।

বলা যায়, ব্রাজিলের রেভেইলন হলো এক 'সাংস্কৃতিক মহাকাব্য'। এটি লোনা পানির স্পর্শে পুরনো গ্লানি ধুয়ে ফেলার মন্ত্র, আর আটলান্টিকের নোনা হাওয়ায় নতুন স্বপ্নের পাল তোলার অদম্য সাহস। কোপাকাবানা থেকে শুরু করে বাহিয়া পর্যন্ত, এই উৎসব কেবল এক রাতের আনন্দ নয়, বরং এটি এক বিশাল মানবিক মেলবন্ধন। সেখানে ধনিক-দরিদ্র বা জাতিগত কোনো দুর্ভেদ্য প্রাচীর থাকে না।

আজ, যখন রিও'র পৌরসভা নিরাপত্তার জন্য কয়েক হাজার পুলিশ মোতায়েন করে বা আতশবাজির জন্য ১০টি বিশাল বাল্কহেড সাজায়, তখন তা আধুনিক প্রযুক্তির জয়গান হলেও এর নিচে লুকিয়ে থাকে মানুষের সেই শাশ্বত চাওয়া। এই ঐতিহ্য বিশ্ববাসীকে শেখায়—জীবন মানেই এক অনন্ত মহোৎসব, আর প্রতিটি নতুন বছর মানেই এক নতুন দিগন্তের হাতছানি। এটি এমন এক সংস্কৃতি যা লোনা জলের গভীরে নিজের শিকড় খুঁজে পায় এবং আকাশের নীলিমায় ডানা মেলে আগামীর স্বপ্নে।